THE DAILY STAR

DEC. 0 9 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নারীর ক্ষমতায়নে বেগম রোকেয়া

অধ্যাপিকা (ডাঃ) তাহমিনা হোসেন

আজ একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে দাঁড়িয়ে এ উপমহাদেশে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর যে অবস্থান আমাদের চোখে পড়ে - তার পেছনে রয়েছে প্রায় শতাব্দীব্যাপী এক উত্তরনের ধারাক্রমের ইতিহাস। এ উপমহাদেশে বিশেষতঃ তদানীন্তন রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে অশিক্ষার বেড়াজালে আবদ্ধ নারী সমাজকে মুক্তি পথ দেখিয়েছেন যে মহিয়সী নারী তিনি আর কেউ নন, নারী শিক্ষা, নারী অধিকার ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত বেগম রোকেয়া।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৮৮০ সালে জন্মগ্রহণ করে সমসাময়িক রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের কড়া পর্দাপ্রথায় বেড়ে ওঠে বেগম রোকেয়া নিজ পারিপার্শ্বিকতা, জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী পুরুষের বৈষম্যমূলক অবস্থান। চিন্তা চেতনায়, দূরদৃষ্টিতে রোকেয়া ছিলেন তাঁর যুগের চাইতেও অনেক বেশী অগ্রগামী। সত্যিকার অর্থে স্বশিক্ষিত বলতে যা বোঝায় - রোকেয়া ছিলেন তাই। নিজ মেধা ও আগ্রহবলে পরিবারে বড় ভাই এর সহযোগিতায় তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছেন। নিজ জীবনে অশিক্ষার অভিশাপ এড়িয়েই ক্ষান্ত হয়নি রোকেয়ার জ্ঞান স্পৃহা- তিনি চেয়েছেন অশিক্ষা ও পরনির্ভরশীলতার গন্ডি থেকে নারী সমাজকে মুক্ত করতে যা নারীকে করবে তার স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং নিশ্চিত করবে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব।

যুগ যুগ ধরে অশিক্ষার বেড়াজালে অবরোধবাসিনী নারীকে রাতারাতি কোন আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর অভীষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়- এ সত্য অনুধাবনে তিনি ছিলেন যথার্থ। তিনি বিশ্বাস করতেন নারী সমাজকে আগে তৈরী হতে হবে নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের জন্য আর একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই এক নীরব সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে তা করা সম্ভব। একমাত্র শিক্ষাই পারে নারীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে তাকে ... অধিকার সচেতন করতে ও তা ...র্জনে প্রয়াসী হতে। এ সত্যপলব্ধিই ...গম রোকেয়াকে অনুপ্রাণিত করেছে ...রী সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে ...বার মহান ব্রতে। প্রতিকূল রক্ষণ...ল সমাজের অনেক প্রতিবন্ধকতাকে ...নি অগ্রাহ্য করেছেন অসম্ভব ...প্রত্যয়ে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে তিনি ... সমাজকে শিক্ষার ছায়াতলে ...ঠিত করার কাজে আজীবন ...দিত থেকেছেন। তাঁর এ ...হত প্রয়াসেরই প্রতিফলন ...ওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা ...লয়।

...ত্র নারীকে শিক্ষিত করে তোলাই ... নারীর অধিকার, মর্যাদা ...াকল্পে নারীকে যে স্বাবলম্বী হতে ... সে ইংগীত তাঁর লেখনীতে ... কন্যা সন্তানের অভিভাবকদের ... রোকেয়ার "কন্যাগুলিকে ...তা করিয়া কার্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া ... নিজের অনুবস্ত্র উপার্জন ...

জন্য- **"যদি বল, আমরা দূর্বলভুজা, মূর্খ, হীনবুদ্ধি নারী। সে দোষ কাহার ? আমাদের। আমরা বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করিনা বলিয়া তাহা হীনতেজ হইয়াছে। এখন অনুশীলন দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সতেজ করিব। যে বাহুলতা পরিশ্রম না করায় হীনবল হইয়াছে, তাহাকে খাটাইয়া সবল করিলে হয় না ? এখন এ কবার জ্ঞানচর্চা করিয়া দেখিত এ অনুর্বর মস্তিষ্ক (dull head) সুতীক্ষ্ণ হয় কিনা।"**

আজ বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর প্রায় ছয় দশক পরে শুধুমাত্র আমাদের দেশই নয়, বরঞ্চ সমগ্র বিশ্বের নারী আন্দোলনে নারীর ভাগ্যান্নয়নের পুর্বশর্তই ধরা হচ্ছে- নারীর শিক্ষা, ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা নারী শিক্ষাকে তিনি কখনোই পুঁথিগত জ্ঞানার্জনের মাঝেই সীমাবদ্ধ দেখতে চাননি- সুস্পষ্ট ভাষায় নারী শিক্ষার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেনঃ

"আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে (নারীদের) নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে ... কাহারও গলগ্রহ না হয় ... সমাজের কাছে এই ছিল রোকেয়ার প্রত্যাশা। শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বেলে প্রকারান্তরে রোকেয়া নারীর ক্ষমতায়নের পথকেই সুগম করতে চেয়েছেন।

কেবলমাত্র নারী সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষপটে বেগম রোকেয়াকে মূল্যায়ন করলে তাঁর অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমাজের প্রায় অর্ধেকাংশ যে নারী, সেই পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের উন্নয়নে ব্রতী হয়ে তিনি মূলতঃ এক সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একজন সমাজ সংস্কারক যেমন সমাজের দূর্বলতাকে চিহ্নিত করে ও তার সমাধানের ইংগিত দেয়- বেগম রোকেয়াও তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের দূর্বলতাকে চিহ্নিত করে ও তার সমাধানের ইংগিত দেয়- বেগম রোকেয়াও তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজের দূর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থানকে যা প্রকারান্তরে সমাজের পশ্চাৎপদতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

বেগম রোকেয়া তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক ... ব্যাঙ্গাত্মক রচনা "Sultana's Dream" এ ... উপমহাদেশে নারীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অনুপস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন - "We have no hand or voice in the management of our social affairs. In India, man is lord and master. He has taken to himself all powers and privileges and shut up the women in the Zenana." প্রকারান্তরে তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথাই বলতে চেয়েছেন।

নারীকে স্বাবলম্বী করবার বিষয়ে বেগম রোকেয়ার আহ্বান বিফলে যায়নি। তাঁর আদর্শে ও আহ্বানে অনুপ্রাণিত এদেশের নারী সমাজ ধীরগতিতে হলেও দৃঢ়তার সাথে বিগত বছরগুলোতে এগিয়ে এসেছে। উন্নত বিশ্বের অনুসরণে বাংলাদেশেও উন্নয়ন পরিকল্পনার এক আবশ্যকীয় শর্ত এখন নরীর ভাগ্যোন্নয়ন। নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজের সকল স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন এর পথ সুগম করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। নারীর ভাগ্যোন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে একীভূত সংঘবদ্ধ হয়েছে- মেক্সিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবী, কায়রো ও বেইজিংয়ে।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের ঘটনা বেইজিং সম্মেলন ১৯৯৫। নারীর ভাগ্যান্নয়নের ধারাবাহিকতায় বেইজিং সম্মেলন এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। অংশগহণকারী রাষ্ট্রসমূহের অগ্রহণে উন্নয়নশীল দেশসমূহে নারীর পশ্চাদপসরতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয় ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং সে আলোকেই প্রণীত হয় Platform For Action (PFA)। PFA বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মত বাংলাদেশও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে নারীর ভাগ্যোন্নয়ন তথা ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী-সমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যেকে ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" এবং "নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা।" এ নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনায় নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে- যা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে টেকসই উন্নয়নের পথকে সুগম করবে। নারী শিক্ষার ক্রমবর্ধমান হারের পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে নারী শিক্ষার হার যেখানে ছিল ৩৪.৪, সে হার ১৯৯৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮.৭ হয়। আজ প্রশাসন, বিচার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈমানিক সকল পেশাতেই ধীরে ধীরে নারী তার স্থান করে নিচ্ছে। রোকেয়ার স্বপ্নের লেডী ভাইসরয়, আজ আর নিছক স্বপ্ন নয়- এ আজ বাস্তব। প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় হতে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত - সর্বত্রই আজ নারীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ১৯৯৪ সালে পাবলিক সেক্টরে কর্মরত মহিলাদের সংখ্যা যেখানে ছিল প্রায় ১২,৯৫৪ জন সে সংখ্যা ১৯৯৭ এ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৬,৫১৯ জন এ। এ অংশীদারিত্ব এখনও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছায়নি- তবে এক্ষেত্রে ক্রমবর্ধিত হারে নারীর অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে, তেমনি ১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৩টি আসনে সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ

ursday 9th December
programmes are in ...l time. The Daily Star ... not be responsible ...any change in the pro...mme)

PHA TV

...0 Moner Moto Gaan ...0 Alaap 7:00 Kee ...un 7:30 Monihaar ...0 Kancher Dewal 8:30 ...hon 9:00 Ekushe Pa ...0 Bangla Movie - ...ubharajani 12:00 ...ner Moton Gaan 12:30 ...yaola 1:00 Bharat ...roman 1:30 Griho ...ja 2:00 Bahari Ahaar ...0 Bangla Movie- Amar ...nghi (Prasenjeet, Vi...ta Pandit) 5:00 Moni...ar 5:30 Kee Darun ...eshow 6:00 Bhalo ...sha 6:30 Kurukhetra ...0 De Ray 7:30 Phire ...am 8:00 News in Ben... 8:30 Blind Lane 9:00 ...yaola 9:30 Bangla ...vie- Aandhare Alo ...:00 News in Bengali ...30 Bharat Bhromon ...0 Grihosajja 1:30 ...ngla Movie-Chinna ... 4:30 De Ray 5:00 ... 5:00 Andolon

BBC W...

6:00 B... 6:30 HA... News / ... World ... 9:00 BB... Today 1... News 1... 11:30 ... World N... Living: ... World ... HARDta... World N... Focus: ... gramme... News 3... 4:00 B... 4:30 W... day 5:0... Today 6... The Mo... 7:00 BB... World ... 7:30 BB... day 8:3... Top Gea... 9:30 HA... World N... Wise ... Suchari... dian Bu... 11:00 ... 11:30 ... 12:00 ...